বর্ষ শেষের পর্যালোচনা—২০১৭:তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক

Posted On: 21 DEC 2017 11:18AM by PIB Kolkata

জনগণকে তথ্য জানানো, শিক্ষা দেওয়াও বিনোদনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক গত এক বছরে এই লক্ষ্য অর্জনে বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে | তথ্যের ক্ষেত্রে ইথিওপিয়ার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, সবসময় ও সবদিকে (৩৬০ ডিগ্রি) এক মাল্টিমিডিয়া প্রচার, ভারতের প্রচার মাধ্যম নিয়ে আর.এন.আই.'র বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদির মত নানা ধরনের উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়েছে| একইরকম চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও ৪৮তম আই.এফ.এফ.আই.-কে সাফল্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ করা এবং সম্প্রচারের ক্ষেত্রেও ঝাড়খণ্ডের জন্য সর্বক্ষণের (২৪X৭)ডি.ডি. চ্যানেলের সূচনাও হয়েছে|

বিভিন্ন ক্ষেত্রে মন্ত্রকের উদ্যোগ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

তথ্যের ক্ষেত্রে

*প্রকাশনা বিভাগ এবং সস্তা সাহিত্য মণ্ডলের মধ্যে যুগ্মভাবে বই প্রকাশনার জন্য মউ স্বাক্ষর হয়েছে, যাতে ভারতের সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে সংবেদনশীল করা যায়| এই উদ্যোগ বিচিত্র বিষয়ে মানুষের জন্য সু-সাহিত্যের সহজলভ্যতাকে বৃদ্ধি করবে|

*"তথ্য, যোগাযোগ ও প্রচারের ক্ষেত্রে সহযোগিতা" নিয়ে একটি চুক্তি হয়েছেভারত ও ইথিওপিয়ার মধ্যে| এই চুক্তি দু'দেশের জনগণকে আরও সুবিধা প্রদান করার জন্য এবং জন-জবাবদিহিতা তৈরি করার জন্য গণপ্রচার মাধ্যম যেমন রেডিও, প্রিন্টমিডিয়া, টিভি, সামাজিক মাধ্যম ইত্যাদির ক্ষেত্রে সহযোগিতাকে উৎসাহিত করবে|

*আন্তর্জাতিক যোগ দিবস, স্বচ্ছ ভারত মিশন, মেক ইন ইন্ডিয়া, ডিজিট্যাল ইন্ডিয়া, রাষ্ট্রীয় একটা দিবসের মত সবসময় ও সবদিকে (৩৬০ ডিগ্রি) এক মাল্টিমিডিয়া প্রচারের সূচনা করেছে সরকার| যার ফলে ইনফোগ্রাফিক, অ্যানিমেশন, গ্রাফিক প্লেট,স্বল্পদৈর্ঘ্যের ভিডিওর ব্যবহার এবং অনুষ্ঠান ও সম্মেলন ইত্যাদির সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনী, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রচার সম্ভব হয়েছে|

*ষষ্ঠ জাতীয় আলোকচিত্র পুরস্কারের আয়োজন করা হয়েছে| শ্রী রঘু রাইকে আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে| তাছাড়া বছরের সেরা পেশাদারী আলোকচিত্রী হিসেবে শ্রী কে.কে. মুস্তাফাকে এবং বছরের সেরা অপেশাদারী আলোকচিত্রী হিসেবে শ্রী রবীন্দ্রকুমারকে পুরস্কৃত করা হয়েছে|

*চাম্পারণ সত্যাগ্রহের শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে তিনটি ঐতিহ্য-পুস্তকের প্রকাশ করা হয়েছে|

*'স্বচ্ছ জঙ্গল কি কাহানি—দাদি কি জুবানি' নামের এক গুচ্ছ বই ১৫টিভারতীয় ভাষায় প্রকাশ করেছে প্রকাশনা বিভাগ, যাতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতার অভ্যাসকে বৃদ্ধি করা যায়|

*"সাথ হে বিশ্বাস হে, হো রাহা বিকাশ হে" প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে এবং গত তিন বছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের সাফল্যকে প্রদর্শন করার জন্য প্রতিটি রাজ্যের রাজধানীতে ৫ থেকে ৭ দিনের জন্য তা রাখা হয়েছে|

*মহাত্মা গান্ধীর সংগৃহীত রচনা ও কর্মকৃতির ১০০ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে| এই 'কালেক্টেড ওয়ার্কস অফ মহাত্মা গান্ধী' (সি.ডব্লিউ.এম.জি.) প্রকাশনাটি হচ্ছে এক স্মারক নথি যা গান্ধীজি'র চিন্তাধারা হিসেবে তিনি লিখেছিলেন ও বলেছিলেন| এতে ১৮৮৪ সালে যখন তিনি ১৫ বছরের এক বালক, তখন থেকে শুরু করে ১৯৪৮ সালের ৩০জানুয়ারি তাঁর হত্যার সময় পর্যন্ত বিধৃত হয়েছে|

*পণ্য ও পরিষেবা কর (জি.এস.টি.) নিয়ে বিশেষ ওয়েবপেজ http://pib.nic.in/gst তৈরি করা হয়েছে পি.আই.বি.'র ওয়েবসাইটে এবং তা নতুন এই কর ব্যবস্থা নিয়ে সমস্ত রকম তথ্যের একটি সার্বিক মঞ্চ|

*আর.এন.আই.'র বার্ষিক প্রতিবেদন—প্রেস ইন ইন্ডিয়ার প্রকাশ হয়েছে, যাপ্রিন্ট মিডিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ নির্ঘণ্ট|

সম্প্রচারের ক্ষেত্রে

*তৃতীয় পর্যায়ের শহুরে এলাকার অ্যানালগ সিগন্যাল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে|৩১ জানুয়ারি ২০১৭'র পর থেকে তৃতীয় পর্যায়ের শহুরে এলাকায় অ্যানালগ সিগন্যাল চালানোহলে, ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্ক (নিয়ন্ত্রক) আইনের ১১ নং ধারার অধীনে 'অনুমোদিত আধিকারিক' এম.এস.ও./ক্যাবল অপারেটরের সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করতে পারেন|

*ডিজিট্যাল রেডিও গোল টেবিল বৈঠক আয়োজিত হয়েছে| ডিজিট্যাল রেডিও প্রযুক্তি এক সাশ্রয়ী মূল্যে শ্রোতাদেরকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত অডিও গুণমানএবং পরিষেবার বিশ্বাস যোগ্যতা প্রদান করবে| অল ইন্ডিয়া রেডিও ইতোমধ্যেই রেডিও সম্প্রচারের ডিজিটাইজেশনের প্রথম পর্যায়ে ৩৭টি শক্তিশালী ট্রান্সমিটারের প্রযুক্তিগত সংস্থাপনা ও উন্নতকরণের কাজ সমাপ্ত করেছে|

*১৪টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রের প্রযোজনা করেছে, যা সরকারের বিভিন্ন দিক-নির্দেশকারী প্রকল্পের সাফল্যের কাহিনী নিয়ে নির্মিত হয়েছে, যে প্রকল্পগুলো মানুষের জীবনকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে এবং দেশে এক রূপান্তরমূলক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে|

*ঝাড়খণ্ডের জন্য একটি পৃথক সর্বক্ষণের (২৪X৭) ডি.ডি. চ্যানেল ঘোষিত হয়েছে| ২৪X৭ সময়ের এই চ্যানেলের সূচনা হওয়া পর্যন্ত ডি.ডি. রাঁচির অনুষ্ঠানসূচির সম্প্রচার করবে ডি.ডি. বিহার|

*১০০ কিলোওয়াটের নতুন দুটি সলিড স্টেট ডিজিট্যাল ট্রান্সমিটারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, আফগানিস্তান-পাকিস্তানের সীমান্ত অঞ্চলে সম্প্রচারের জন্য|

*ডি.ডি. নিউজের জন্য নতুন ওয়েবসাইটের সূচনা হয়েছে|

*সর্দার প্যাটেল স্মৃতি ভাষণ ২০১৭-এর আয়োজন করা হয়েছে|

চলচিত্রের ক্ষেত্রে

*ইন্ডিয়ান প্যানোরামা চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে নয়াদিল্লিতে| রোবো খুরাইজামের নির্দেশিত তথ্যচিত্র "ইমা সাবিত্রী" এবং অক্ষয় সিং-এর নির্দেশিত হিন্দি কাহিনী চিত্র "পিঙ্কি বিউটি পার্লার" প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে এই চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনা হয়েছে| উৎসবে প্রয়াত অভিনেতা ওম পুরির স্মরণে তাঁর অভিনীত পাঁচটি উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রও প্রদর্শিত হয়েছে|

*চলচ্চিত্র অবস্থা মূল্যায়ন প্রকল্পের সূচনা হয়েছে জাতীয় চলচ্চিত্র ঐতিহ্য অভিযানের অধীনে| ফিল্ম সংরক্ষণের জন্য বিশ্বে এটাই একমাত্র এক উদ্যোগ, যা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সমৃদ্ধ চলচ্চিত্রের ঐতিহ্য নির্মাণ করবে| এর প্রথম পর্যায়েআর.এফ.আই.ডি. ট্যাগিং-এর মাধ্যমে এন.এফ.এ.আই.-এ প্রায় ১,৩২,০০০টি ফিল্ম রিলের অবস্থা মূল্যায়ন করা হবে এবং প্রতিটি ফিল্ম রিল শনাক্ত ও পর্যালোচনা করা হবে|

*উত্তর-পূর্বাঞ্চল চলচ্চিত্র উৎসব—উত্তর-পূর্বের সৌরভ আয়োজিত হয়েছে পুনের 'ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র সংরক্ষণাগারে'| গোয়ার আই.এফ.এফ.আই.-এ যোগ দেওয়ার জন্য প্রথমবারের মতো উত্তর-পূর্বের ১০ জন চলচ্চিত্র নির্মাতাকে স্পনসর্ড করা হয়েছে|

*ভোজপুরি চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে দিল্লিতে| এই উৎসবে প্রদর্শিত চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সিনেমা "কব হোই গাবানাহামার" এবং আই.এফ.এফ.আই.'র ভারতীয় প্যানোরামা বিভাগে নির্বাচিত ছবি—নীতীন চন্দ্র'র'দেশওয়া' এবং মঙ্গেশ যোশির 'হি' (সে)|

*ভারত ও ইউক্রেন দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাকে শক্তিশালী করবে চলচ্চিত্র উৎসবের মধ্য দিয়ে এবং ভারতের নির্মিত 'চলচ্চিত্র সুবিধা কেন্দ্রের' মঞ্চকে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে|

*এফ.টি.আই.আই. এবং ক্যাননের মধ্যে মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে ফিল্ম ওটেলিভিশনের স্বল্প সময়ের কোর্সে উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য| প্রযুক্তি সহযোগী হিসেবে ক্যাননদক্ষতা-ভিত্তিক কোর্সে সহায়তা করবে| স্বল্প সময়ের এই কোর্সগুলো রাজ্য সরকার,বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতায় করা হবে|

*বিদেশি চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য নতুন পর্যায়ের ভিসা তৈরি করা হয়েছে, যাতে এদেশে তাঁদের আসার বিষয়টি সহজতর করা যায়| ফিল্ম ভিসা এবং চলচ্চিত্র সুবিধা কেন্দ্র (এফ.এফ.ও.) তৈরি করা হয়েছে ভারতকে বিশ্বের সামনে চলচ্চিত্রের এক আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরার জন্য|

*৬৪ তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে দিল্লিতে| যেখানে সেরা কাহিনীচিত্র হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে ‘কাসাভ’, সুস্থ বিনোদনের সেরা জনপ্রিয় ছবি হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে ‘সথমানম ভবথি’, ‘রুস্তম’ ছবির জন্য সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন অক্ষয় কুমার, মালায়ালম ছবি ‘মিন্নামিনুঙ্গু—দ্যফায়ারফ্লাই’-এর জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীমতি সুরভী, মারাঠি ছবি‘ভেন্টিলেটর’-এর জন্য সেরা নির্দেশনার পুরস্কার পেয়েছেন রাজেশ মাপুস্কার|

*প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্দেশক ও অভিনেতা শ্রী কাসিনাধুনি বিশ্বনাথকে ২০১৬সালের জন্য দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার প্রদান করা হবে|

*গোয়ায় ৪৮ তম ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (আই.এফ.এফ.আই.) ২০১৭-এরআয়োজন করা হয়| যেখানে ৮২টি দেশের ১৯৬টি সিনেমা প্রদর্শিত হয়েছে, ৬৪টির বেশি আন্তর্জাতিক সিনেমার ভারতীয় প্রিমিয়ার (প্রথম প্রদর্শন) হয়েছে, তিনটি বিশ্ব প্রিমিয়ার হয়েছে, অস্কারের জন্য জমা দেওয়া ২৮টির বেশি ছবি প্রদর্শিত হয়েছে এবং প্রথম বারের মতো জেমস বন্ডের সিনেমা নিয়ে ‘রেট্রোস্পেকটিভ অফ জেমস বন্ড’ প্রদর্শিত হয়েছে| তাছাড়া ছিল পুনরুদ্ধার করা ধ্রুপদী চলচ্চিত্রের বিশেষ বিভাগ, যেখানে কানাডার প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি রেখে ‘টরন্টো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভেল’-এর সংগৃহীত ছবি দেখানো হয়েছে| কানাডার চলচ্চিত্র নির্মাতা, লেখক ও নির্দেশক এটম এগোয়ানকে রেট্রোস্পেকটিভ আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে এবং একই সঙ্গে শ্রী অমিতাভ বচ্চনকে বর্ষসেরা ভারতের চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব হিসেবে পুরস্কৃত করা হয়েছে|

*তথ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্যের ও অ্যানিমেশন চলচিত্র নিয়ে ‘মুম্বাই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব’ (এম.আই.এফ.এফ.) ২০১৮ অসাধারণ সাড়া পাচ্ছে| এতে ‘স্বর্ণ ও রৌপ্য শঙ্খ’ পুরস্কারের জন্য তালিকায় ৭৯২টি ছবি রয়েছে | মুম্বাইয়ের ‘ন্যাশনাল সেন্টার ফর পারফর্মিং আর্ট’-এ আগামী ২৮ জানুয়ারি ২০১৮ এই উৎসবের সূচনা হবে|

(Release ID: 1513554) Visitor Counter : 24